যুক্তরাজ্যে উচ্চশিক্ষার খোঁজ-খবর

বিদেশী ক্যাম্পাস

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সুনাম রয়েছে বিশ্বব্যাপী। এখানে রয়েছে অনেক নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডিগ্রি আন্তর্জাতিক মানের। তাছাড়া যুক্তরাজ্যকে বলা হয় জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্যে ও সাংস্কৃতিক তীর্থভূমি। নিচের যুক্তরাজ্যের শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হলো।

যুক্তরাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা

যুক্তরাজ্যে পাঁচ থেকে ষোল বছর বয়সী সবার জন্য শিক্ষা অত্যাবশ্যকীয়। সেখানে দু'ধরনের স্কুল আছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ও ব্যক্তিমালিকানাধীন। যুক্তরাজ্যের কোর্স এবং যোগ্যতার দুটি সুনির্দিষ্ট ধারা আছে। একটি ইংল্যান্ডে, ওয়েলস এবং নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের জন্য, অন্যটি শুধু স্কটল্যান্ড।

প্রি-স্কুল/ প্রি-প্রিপারেটরি শিক্ষাব্যবস্থা

যুক্তরাজ্যে স্কুল-পূর্ববর্তী শিক্ষা সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন হয়। অনেক শিশুরাই সেখানে ৩ অথবা ৪ বছর বয়সে নার্সারি স্কুল অথবা প্রাইমারি স্কুলের ক্লাসে শিক্ষা শুরু করে।

প্রিপারেটরি শিক্ষাব্যবস্থা

স্বনির্ভর ব্যবস্থার যে সব ছাত্রছাত্রীর বয়স ৫ থেকে ১৩ বছর তাদের জন্য প্রিপারেটরি শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ রয়েছে। অনেক আন্তর্জাতিক ছাত্রছাত্রী সাত বছর বয়সে প্রিপারেটরি শিক্ষা ব্যবস্থায় বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি হয় এবং ১১ অথবা ১৪ বছর বয়সে মাধ্যমিক স্কুলে যায়।

প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা

যুক্তরাজ্যের বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী ৫ বছর বয়সে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হয় এবং পরে ১১ বছর বয়সে মাধ্যমিক স্কুল অথবা কলেজে চলে যায়।

মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা

যুক্তরাজ্যের সব মাধ্যমিক স্কুল, রাষ্ট্রায়ত্ত ও ব্যক্তিমালিকানাধীন দুটিই, ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা দেয় এবং তাদের GCSE অথবা তার সমপর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য প্রস্তুত করে তুলে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আন্তর্জাতিক ছাত্রছাত্রী যুক্তরাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার আওতাভুক্ত হয় যখন তাদের বয়স ১১ অথবা ১৩। তাদের অনেকে ব্যক্তিমালিকানাধীন বোর্ডিং স্কুলেও ভর্তি হয়।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা

১৬ বছর বয়সে আবশ্যিক শিক্ষা শেষ করার পর ছাত্রছাত্রীরা স্কুল ছেড়ে দিয়ে চাকরি শুরু করতে পারে। বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীই 'এ' লেভেল কোর্স করে মূলত উচ্চ শিক্ষা নেওয়ার জন্য।

আন্ডারগ্রাজুয়েট শিক্ষা ব্যবস্থা

ছাত্রছাত্রীরা ১৮ বছর বয়সে এ লেভেল অথবা সমপর্যায়ের কোন শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করে উচ্চ শিক্ষার জন্য অগ্রসর হয়। উচ্চশিক্ষা বলতে ব্রিটেনে বুঝায় ডিগ্রি, পোস্টগ্রাজুয়েট ও এমবিএ ইত্যাদি' বোঝায় যেগুলো কলেজ, ইনস্টিটিউট অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে করানো হয়। ব্রিটেনে নয়শ'রও বেশি বিশ্ববিদ্যালয় এবং পঞ্চাশের বেশি কলেজে এ সব ডিগ্রি, পোস্টগ্রাজুয়েট অথবা এমবিএ ডিগ্রি পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

ক্যারিয়ার নির্ভরশীল কোর্স

ক্যারিয়ারের ওপর নির্ভর ব্রিটেনে যে কোর্সগুলো পরিচালিত হয় সেগুলো ভোকেশনাল ট্রেইনিং নামে পরিচিত। এগুলো সাধারণত ব্যবহারিক কোর্স, যা করেজেই করানো হয়ে থাকে। ব্রিটেনে বহুল পরিচিত ক্যারিয়ার ভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়গুলো যেমন, ব্যবস্থাপনা, কম্পিউটিং, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আর্ট ও ডিজাইন এর ওপর কোর্স করানো হয়ে থাকে। পাশাপাশি হোটেল এবং ক্যাটারিং, ট্যুরিজম এবং ফ্যাশন ডিজাইন এ পেশাগুলোর জন্যও রয়েছে বিভিন্ন কোর্স।

ডিগ্রি কোর্স

উজ্জ্বল ক্যারিয়ার এবং উচ্চ আয়ের পাসপোর্ট হচ্ছে ব্রিটেনের ডিগ্রি। ব্রিটিশ ডিগ্রি অর্জনের অর্থ হচ্ছে আপনি যে কোন সমস্যা সমাধানে অদ্বিতীয় এবং আপনাকেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান খুঁজে নেবে। ব্রিটিশ ডিগ্রি পৃথিবীব্যাপী সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষার প্রতীক। এখানকার ডিগ্রি আপনার বর্তমান অথবা ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারের জন্য অপরিহার্য, সেই সঙ্গে পোস্টগ্রাজুয়েট ডিগ্রির জন্য আপনাকে প্রস্তুত করে তুলবে অথবা আকর্ষণীয় পেশার পথ প্রশস্ত করবে। আপনার যদি আন্ডারগ্রাজুয়েট কোর্সে ভর্তির প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকে তবে এক্সেস অথবা ফাউন্ডেশন কোর্স আপনাকে সাহায্য করতে পারবে।

পোস্টগ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম

যুক্তরাজ্যে পোস্টগ্রাজুয়েট ডিগ্রি দু'ভাবে অর্জন করা যায়-

১. শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার মাধ্যমে
২. গবেষণার মাধ্যমে

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার মাধ্যমে পোস্টগ্রাজুয়েট ডিগ্রি করলে ছাত্রছাত্রী সে বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয়ে উঠে।

গবেষণা ডিগ্রির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী বিশেষ আগ্রহ খুঁজে পায়। গবেষণা প্রক্রিয়া আনন্দপূর্ণ এবং এর মাধ্যমে নতুন কিছু আবিষ্কার করা হয় যা সে বিষয়কে অনেক বেশি অগ্রসর করে তুলে। মাস্টার্স অথবা ডক্টরাল লেভে গবেষণা কার্যে একক ব্যক্তির পরিচালনায় কয়েক সদস্য কাজ করে থাকে। এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে নিজস্ব পড়াশোনা ও কার্যপ্রণালিই হচ্ছে ব্রিটেনের গবেষণা ডিগ্রির প্রধান সহায়ক। গবেষণা ডিগ্রির সহায়তায় কেউ উচ্চ স্তরের সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

এমবিএ প্রোগ্রাম

যুক্তরাজ্যে এমবিএ করা মানে এমন একটি পদক্ষেপ নেয়া যার মাধ্যমে কেউ তার ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্রের জন্য ব্যবস্থাপনায় দক্ষ হয়ে ওঠে। এমবিএ কোর্সটি সুযোগ্য ব্যবস্থাপকদের জন্য সাজানো যারা তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে গভীর উপলব্ধি ও অগ্রগতির মাধ্যমে আরও সমৃদ্ধ করে তুলতে সাহায্য করে।

ইউরোপের মধ্যে একমাত্র যুক্তরাজ্যে এমবিএ করার সুযোগ সবচেয়ে বেশি যুক্তরাজ্যে একশ'রও বেশি এমবিএ স্কুল আছে যেখানে প্রতি বছর তিন হাজারেরও বেশি আন্তর্জাতিক এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হয়ে থাকে পূর্ণসময়কালীন এমবিএ করার জন্য।

প্রথম আলো
NOV 13 2006